بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৬-০২/০১ | রবিবার, ১৫ সফর, ১৪৩৬ হিজরী | ০৭-১২-২০১৪ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অর্ধদশক পার হয়ে গেছে, কিন্তু হাসিনা সরকার এখনও এই শিক্ষালাভ করতে পারেনি যে গ্রেফতার, দমন-নিপীড়ন এবং বুলেট হচ্ছে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বিরুদ্ধে নিতান্তই ভোঁতা অস্ত্র

গত শুক্রবার (০৫ ডিসেম্বর, ২০১৪) ঢাকা এবং চট্টগ্রাম হতে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর ১১ জন নেতা-কর্মীকে ১৩ সফর, ১৪৩৬ হিজরী/০৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ইস্যুকৃত **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর লিফলেট বিতরণের সময় গ্রেফতার করা হয়। হাসিনা এবং তার সরকারের এ কী হলো? অর্ধদশক পার হয়ে গেছে, অথচ তারা এখনও এই শিক্ষালাভ করতে পারেনি যে গ্রেফতার, দমন-নিপীড়ন এবং গুলি বর্ষণ, ইত্যাদি হচ্ছে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে মোকাবেলায় নিতান্তই অকার্যকর ভোঁতা অস্ত্র। ২০০৯-এর শুরু হতে অদ্যবদী গত অর্ধদশক ধরে হাসিনা সরকার সংগঠনের শত শত নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে, কিন্তু এখনও **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে ইসলামী শাসন, খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উম্মাহ্'কে যালিম এবং যুলুমের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনের আন্দোলন হতে একচুল পরিমানও বিচ্যুত করতে পারেনি। বরং **হিযবুত তাহ্‌রীর** ক্রমাগত আরও শক্তিশালী হয়েছে, এবং দেশের অভ্যন্তরে এর শিকড় আরও গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত হয়েছে। তাই হাসিনা এবং তার দুষ্কর্মের সহযোগীদের উচিত **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বিরুদ্ধে এসব নির্বুদ্ধিতামূলক কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়া, কারণ এসব কর্মকান্ড হয়তো অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে কাজে লাগতে পারে কিন্তু **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বিরুদ্ধে নয়। তাই পারলে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ তথা ইসলাম ও আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্যের চেয়ে শক্তিশালী কোন রাজনৈতিক আদর্শ ও বক্তব্য নিয়ে হাজির হয়ে আমাদের মোকাবেলা করো।

সকলের সুবিধার্থে আমরা আমাদের ইস্যুকৃত লিফলেটটির বক্তব্যের সারাংশ এখানে তুলে ধরলাম, যার শিরোনাম ছিল, "হে দেশবাসী! কোথায় সেই সেনাঅফিসার যে বলবে, ... দেশবাসীর উপর আর একটা গুলিও বরদাস্ত করা হবে না? যালিম হাসিনা আপনাদেরকে তার দুঃশাসনের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে গোলা-বারুদ নিয়ে দমন-নিপীড়নে নেমেছে; তার কবল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ – সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট তাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তুলুন"-

১. শেখ হাসিনা এবং তার সরকারের একের পর এক দেশবিরোধী বিশ্বাসঘাতক কর্মকান্ড, জনগণের সম্পদ লুটপাট এবং তাদের তত্ত্বাবধানে ব্যর্থতা, এবং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও মুসলিমদের প্রতি তার খোদাদ্রোহী সরকারের ঘৃণা এবং বিদ্বেষের কারণে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জনগণ যখন তার এবং তার সরকারের বিভিন্ন দুষ্কর্মের কারণে তাকে প্রত্যাখ্যান করলো, তখন সে তার দুঃশাসনের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে গোলা-বারুদ দিয়ে নির্মমভাবে জনগণের উপর দমন-নিপীড়ন ও বলপ্রয়োগের পথ অবলম্বন করছে।

২. জনগণের জন্য একমাত্র বিকল্প হচ্ছে দ্বিতীয় খিলাফাহ্ রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠা করা, যে রাষ্ট্র বর্তমান যালিম শাসকদের মতো জনগণের শত্রু হয়ে নয় বরং জনগণের প্রতি যত্নশীল, সদয় এবং তাদের অভিভাবক হয়ে শাসন করবে।

৩. জনগণকে বর্তমান কুফর শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান এবং তথাকথিত অবাধ-সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সার্কাস বন্ধ করতে হবে। এই দুষিত পঁচা গণতন্ত্রই হাসিনার মতো ব্যক্তিদের রাজনীতিতে ঢুকে একে কুলষিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছে। এবং দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন-বৃটেন-ভারতের সকল প্রকার হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করতে হবে, এবং আরেকটি নির্বাচনের জন্য যারা বিদেশীদের পক্ষ থেকে চাপপ্রয়োগ ও হস্তক্ষেপের কথা বলে তাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

৪. যেসব নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ জনগণের পরিচিত এবং যাদের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, জনগণকে অবশ্যই তাদের নিকট শেখ হাসিনাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাতে হবে। নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদেরকে পক্ষ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাদেরকে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ ত্যাগ করিয়ে জনগণের পক্ষ অবলম্বন করানোই সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের নিশ্চিত পথ। এবং তারা একাজ করবে নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য নয় বরং নিষ্ঠাবান-সচেতন রাজনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, সেইসব রাজনীতিবিদ, যারা রাষ্ট্রকে একটি নতুন ভিত্তি, ইসলামী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে এবং বাংলাদেশকে খিলাফত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করবে। এইসব নিষ্ঠাবান-সচেতন রাজনীতিবিদগণ, যারা জানেন কিভাবে কুর'আন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী জনগণের সমস্যার সমাধান করতে হয়, দেশকে কিভাবে শিল্পোন্নত করতে হয় এবং আঞ্চলিক-বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে হয়, তারা **হিযবুত তাহ্‌রীর** ছাড়া আর কোন দলের মধ্যে বিদ্যমান নাই; একসাথে এই দুটি গুণাবলীর সমন্বয় – নিষ্ঠা এবং চিন্তার গভীরতা – অন্যকোন দলের মধ্যে বিদ্যমান নাই।

লিফলেটটি সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের প্রতি নিম্নোক্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় –

"হে নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ, ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

খিলাফতের প্রত্যাবর্তন একটি অনিবার্য ব্যাপার, এটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত বিষয় এবং এর আশু আগমন অবশ্যম্ভাবী, ইনশা'আল্লাহ্। কিন্তু এটা আসমান হতে পড়বে না। সুতরাং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কিনা সেটা প্রশ্ন নয়, বরং প্রশ্ন হচ্ছে কার

মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খিলাফতের প্রত্যাবর্তন ঘটাবেন এবং তদনুসারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে সম্মানিত করবেন। আপনাদের মধ্যে কে আছেন যিনি এই সম্মানে ভূষিত হতে চান; শাসনব্যবস্থায় ইসলামের প্রত্যাবর্তন ও এই যুলুম হতে জনগণের মুক্তির উসিলা হতে চান? আপনাদের মধ্যে কার সেই সাহস আছে, যা যেকোনো সেনাঅফিসারের মধ্যে থাকার কথা, যিনি ইসলাম এবং জনগণের সমর্থনকারী হবেন? আমরা এই বিষয়ে পূর্ণ অবগত যে সরকার "সংবিধান রক্ষা" এবং অন্যান্য অন্তঃসারশূণ্য নীতিবাক্য দ্বারা আপনাদেরকে দীক্ষা দিচ্ছে, হাসিনা এবং সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল থাকা ছাড়া যার আর কোন অর্থ নাই। তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং জনগণের প্রতি আপনাদের আনুগত্যেও কি হবে? জনগণের শরীর থেকে যে রক্ত ঝরছে তারই বা কি হবে? আপনাদের মধ্যে কি এমন একজন সেনাঅফিসারও নাই যে বলবে, 'যালিম পিতার যালিম কন্যা এই হাসিনা এবং তার দুষ্কর্মের সহযোগীদের কর্তৃক দেশবাসীর উপর আর একটা গুলিও বরদাস্ত করা হবেনা?' হে অফিসারবৃন্দ! আর দেরি করবেন না, সাড়া দিন; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালন করুন, এবং জনগণের আহ্বানে সাড়া দিন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কৃত ওয়াদা পূরণের মাধ্যম হয়ে যান; শেখ হাসিনাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। আশা করা যায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আনসার (রা.) ও তাঁদের পরিবারদের মতো আপনাদের ও আপনাদের পবিবারদেরকেও দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করবেন।"

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

https://www.facebook.com/PeoplesDemandBD2